ভোরের কাগজ

136

তারিখ ... MAY 23 1999 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

…ক্ষত্রের পতন, …নে শিক্ষকের অনুভূতি

হুমায়ূন কবির

…সঙ্গে পার … বুয়েটে ভর্তির …র্ব ছাত্রের কাছেই এক …মাদের সমাজেও তাদের একটা …বস্থান আছে। এখানে প্রতিটি ছাত্রছাত্রী … আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে একটা বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকে। সবার জানা সেই ভালো ছেলেটি কিভাবে এ রকম হিংস্র হতে পারে, যে নিজের শিক্ষকের বাসায় হামলা করে, শিক্ষকের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারে, নিজের ক্লাস রুম, ল্যাব, হল তথা নিজের প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকিছু ধ্বংস করতে মেতে ওঠে। তার এতো বছরের শিক্ষা, পরিবার, প্রতিবেশী ও শিক্ষকদের প্রাণঢালা ভালোবাসা কি তাদের ফেরাতে পারে না। আমার প্রিয় ছাত্রদের কাছে জিজ্ঞাসা : তোমরা আবার যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবে তখন তোমাদের ছোঁড়া পাথরে ভেঙে যাওয়া তোমাদের ক্লাসরুম, ল্যাব ইত্যাদি দেখে কি তোমরা লজ্জা পাবে না?

এখন তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে নিজ নিজ পরিবার বা আত্মীয়স্বজনের কাছে থাকছো। বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন ও সমাজের কাছে কি তোমাদের মাথা হেঁট হচ্ছে না? ভাঙচুরের ঘটনায় ইউকসুসহ সকল ছাত্র সংগঠনের সমর্থন ছিল বলে জানা যায়। তারা উপাচার্যের কাছে চার দফা দাবিও পেশ করেছে। এই চার দফার মধ্যে রয়েছে— যে ছাত্র অপরের হয়ে পরীক্ষা দিয়েছে তার দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করতে হবে এবং তদস্থলে যে পরীক্ষক তাকে ধরেছেন তার চাকরি খেতে হবে; যারা ভাঙচুর-তাণ্ডব করলো তাদের কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। নৈতিকতার কতোটা পতন হলে এ রকম কর্ম ও দাবি করা যায় তা হয়তো আন্দাজ করা মুশকিল।

তোমরা তো কখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে বই বাড়ানো, ল্যাবগুলো আরো আধুনিকীকরণ, কারিকুলাম আরো উন্নত করার জন্য আন্দোলন করোনি। তোমরা যদি এসব বিষয়ে দলবদ্ধ অবস্থান নিতে তাহলে দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদের নিয়ে গর্ব করতে পারতো। তোমরা বুয়েটে পড়ো। এ নিয়ে এখন আর আগের মতো গর্ব করতে পারবে না। তোমরা নষ্ট হয়ে গেছো।

তবে নৈতিক পতন যে চরমভাবে হয়েছে তা আর প্রমাণের প্রয়োজন নেই। আমি জাতির কাছে ও নিজের বিবেকের কাছে লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী এজন্য যে, আমি এই সকল পতনোন্মুখ নক্ষত্রদের শিক্ষক। এই ছেলেদের বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজনরা হয়তো আরো লজ্জিত ও মর্মাহত হয়েছেন তাদের সন্তানদের এহেন কার্যকলাপে। ভাঙচুরে আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি ২৫ লাখ টাকা। কিন্তু আরো অনেক ক্ষতি হয়েছে এবং হবে যা টাকায় পরিমাপ করা যাবে না এবং তা অপূরণীয়। পঞ্চম মাসের ২ তারিখ থেকেই টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতিও সে রকম ছিল। উক্ত পরীক্ষাশেষে লেভেল-৪, টার্ম-২-এর প্রায় ৫৫০ জন ছাত্রছাত্রী জুন মাসের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বের হয়ে দেশে-বিদেশে কর্মক্ষেত্রে যোগ দিতে পারতো। অন্যান্য পাঁচটি ব্যাচের প্রায় তিন হাজার ছাত্রছাত্রী তাদের পরবর্তী টার্মের ক্লাস শুরু করতে পারতো এবং অপেক্ষমাণ ব্যাচটিও তাদের লেভেল-১ টার্ম-১ এর ক্লাস শুরু করতে পারতো। ছাত্রদের অপরিণামদর্শী কার্যকলাপে তাদের সবারই অগ্রযাত্রা অনির্দিষ্টকালের জন্য থেমে গেলো। এই অনির্দিষ্টকাল কবে শেষ হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যাচ্ছে না। এটা ১ মাস, ২ মাস বা ৩ মাস যাই হোক না কেন জাতি ঐ সময়ের জন্য ৫৫০ জন ইঞ্জিনিয়ারের সেবা থেকে বঞ্চিত হতে চলছে। ৫৫০ জন ইঞ্জিনিয়ারের সেবাকে টাকায় মূল্যায়ন করলে তা কোটি কোটি টাকা হবে। অন্যদিকে এই সময়ের জন্য জাতিকে প্রতিটি ছাত্রের জন্য গড়ে মাসে ১৫ হাজার টাকা করে সাড়ে ৩ হাজার ছাত্রছাত্রীর খরচ বহন করতে হচ্ছে। আর প্রতিটি পরিবারকে প্রতিটি ছাত্রের জন্য গড়ে মাসে ১ হাজার ৫০০ করে ৪ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রীর খরচ বহন করতে হচ্ছে।

আমি আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের বলছি, দেশের নিরন্ন, গরিব ও খেটে-খাওয়া মানুষেরা পয়সা যুগিয়ে তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে রেখে পড়াচ্ছে, তোমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। একদিন তোমাদের সেবা পাবে বলে। তোমরা তাদের গায়ের রক্ত-পানি করা পয়সায় গড়া দালানকোঠা ও যন্ত্রপাতি ভেঙে ফেলে তাদের প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করছো না? তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছো পড়াশোনা করতে ও নৈতিকতাকে উন্নত রাখতে। অপরাধ করা কিভাবে তোমাদের অধিকারে পরিণত হচ্ছে? সবাই মিলে একটা খারাপ কাজ করলেও সেটা খারাপ কাজই থেকে যায়। তোমরা আন্দোলন করো ক্লাস টেস্ট বাতিলের জন্য, পরীক্ষা পিছানোর জন্য, হলে ডিশ এন্টেনা লাগানোর জন্য। তোমরা যখন-তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট বন্ধ করে ক্লাস না করার অটো-কালচার তৈরি করছো। তোমরা তো কখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে বই বাড়ানো, ল্যাবগুলো আরো আধুনিকীকরণ, কারিকুলাম আরো উন্নত করার জন্য আন্দোলন করোনি। তোমরা যদি এসব বিষয়ে দলবদ্ধ অবস্থান নিতে তাহলে দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদের নিয়ে গর্ব করতে পারতো। তোমরা বুয়েটে পড়ো। এ নিয়ে এখন আর আগের মতো গর্ব করতে পারবে না। তোমরা নষ্ট হয়ে গেছো। তোমাদের চারপাশে লোকজন বলাবলি করছে, বুয়েট গোল্লায় গেছে। তোমাদের কেমন লাগছে জানি না। আমি শিক্ষক হয়ে খুবই লজ্জিত, অপমানিত ও মর্মাহত।

হুমায়ূন কবির : সহকারী অধ্যাপক, বুয়েট।

…ORMATION AND STATISTICS
3. SYSTEM
4. DATE
SHEET — OF — SHEETS